ছাড়পত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি-২০২৪

প্রান্ত প্রকাশন

সুকান্ত ভট্টাচার্যের অসমাপ্ত সুরের এক বিস্তৃত বিশ্লেষণ

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কেবল একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। সুকান্তের অকাল মৃত্যুর আগে লেখা এই কবিতাগুলো তাঁর অসমাপ্ত সুর, তাঁর অন্তরের আবেগের প্রকাশ। এই কাব্যগ্রন্থটি বাংলা কবিতায় একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সুকান্তের সরল, প্রাঞ্জল ভাষা, তাঁর অসাধারণ ছন্দোবদ্ধতা এবং বিষয়বস্তুর নতুনত্ব বাংলা কবিতাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল।

ছাড়পত্রের বিশেষত্ব

যুবতী মনের প্রতিধ্বনি : সুকান্তের কবিতাগুলো যুবতী মনের প্রতিধ্বনি। তিনি যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, ভালোবাসা, স্বপ্ন, আশা-নিরাশা সব কিছুকেই তাঁর কবিতায় এনেছিলেন। তিনি যুবতী মনের সব আবেগকে এত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে, পাঠক নিজেকে সুকান্তের কবিতার চরিত্র হিসেবে খুঁজে পায়।

সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ : সুকান্ত সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন তাঁর কবিতায়। তিনি সমাজের অসাম্য, শোষণের বিরুদ্ধে কণ্ঠ উঠিয়েছেন।

আধুনিকতার ছোঁয়া : সুকান্তের কবিতাগুলো আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে আসে। তিনি কবিতায় চিরাচরিত রীতি-নীতি ভেঙে নতুন পথ খুঁজেছিলেন। তিনি তাঁর কবিতায় অভিনব চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, নতুন ধরনের ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

অসমাপ্ত সুর : সুকান্তের অকাল মৃত্যুর কারণে ছাড়পত্র তাঁর অনেক অসমাপ্ত সুরকেই ধারণ করে রয়েছে। এই অসমাপ্ততা কবিতাগুলোকে আরও বেশি মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

ছাড়পত্রের মূল বিষয়বস্তু

যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ : সুকান্তের সময়কার যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। তিনি এই বিষয়গুলোকে তাঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পর্শকাতরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর কবিতায় দেশের দুর্দশা, মানুষের দুঃখকষ্টের চিত্র তিনি অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যুবতী মনের আবেগ : ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, স্বপ্ন, আশা-নিরাশা– এই সবই সুকান্তের কবিতার মূল বিষয়বস্তু। তাঁর কবিতায় একাকিত্বের বেদনা, প্রেমের মধুরতা, যুবতী মনের আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

সামাজিক বৈষম্য : সুকান্ত সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় তিনি মানুষের সমানতা, মর্যাদার কথা বলেছেন।

মৃত্যু এবং অস্তিত্ব : মৃত্যু এবং অস্তিত্বের প্রশ্ন সুকান্তের কবিতায় প্রায়শই উঠে এসেছে। তিনি মৃত্যুর অর্থ, জীবনের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা করেছেন।

ছাড়পত্রের ভাষা ও শৈলী

সুকান্তের কবিতার ভাষা অত্যন্ত সরল এবং প্রাঞ্জল। তিনি কঠিন শব্দ ব্যবহার করেননি। তাঁর কবিতাগুলো দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় লেখা। তিনি ছন্দোবদ্ধতা, অলংকার ব্যবহার করে কবিতাকে আরো সুন্দর করে তুলেছেন। তিনি কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, যা কবিতাকে আরো জীবন্ত করে তুলেছে।

ছাড়পত্রের প্রভাব

ছাড়পত্র বাংলা কবিতায় একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সুকান্তের কবিতাগুলো অনেক নতুন কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর কবিতাগুলো আজও তরুণ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

উপসংহার

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কেবল একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। এই কাব্যগ্রন্থটি বাংলা কবিতাকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। সুকান্তের কবিতাগুলো আজও তরুণ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ছাড়পত্র পড়ার মাধ্যমে আপনি বাংলা কবিতার একটি নতুন দিগন্তের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

– প্রকাশক

সূ চি প ত্র

ছাড়পত্র # ০৭
আগামী # ০৮
রবীন্দ্রনাথের প্রতি # ০৯
চারাগাছ # ১০
খবর # ১২
ইউরোপের উদ্দেশে # ১৪
প্রস্তুত # ১৫
প্রার্থী # ১৬
একটি মোরগের কাহিনী # ১৭
সিঁড়ি # ১৮
কলম # ১৯
আগ্নেয়গিরি # ২১
দুরাশার মৃত্যু # ২৩
ঠিকানা # ২৪
লেনিন # ২৬
অনুভব # ২৮
কাশ্মীর # ২৯
সিগারেট # ৩১
দেশলাই কাঠি # ৩৩
৩৪ # বিবৃতি
৩৬ # চিল
৩৭ # চট্টগ্রাম : ১৯৪৩
৩৮ # মধ্যবিত্ত '৪২
৩৯ # সেপ্টেম্বর '৪৬
৪১ # ঐতিহাসিক
৪৩ # শত্রু এক
৪৪ # মজুরদের ঝড়
৪৬ # ডাক
৪৭ # বোধন
৫১ # রানার
৫৩ # মৃত্যুজয়ী গান
৫৪ # কনভয়
৫৫ # ফসলের ডাক : ১৩৫১
৫৭ # কৃষকের গান
৫৮ # এই নবান্নে
৫৯ # আঠারো বছর বয়স
৬০ # হে মহাজীবন

সুকান্ত ভট্টাচার্যের নিজে হাতে লেখা কবিতা

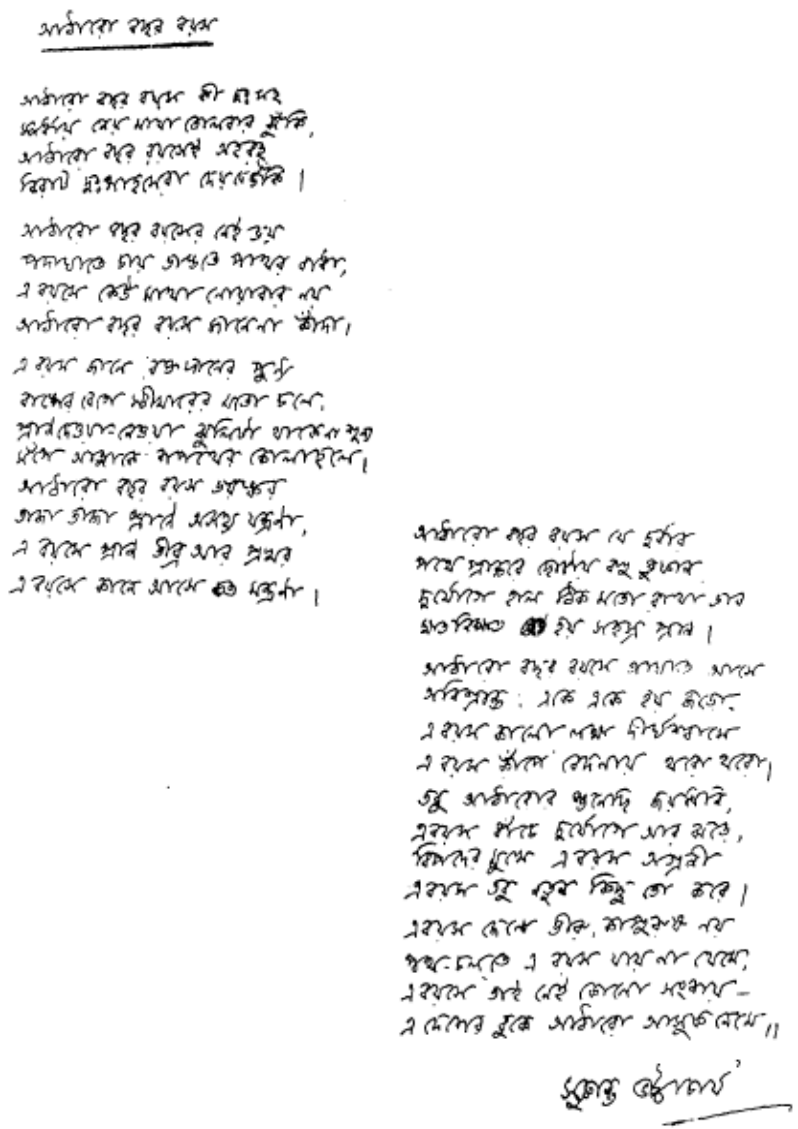

ছবিসূত্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য : কবিসত্তা ও প্রগতি দর্শনের দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিতে, শ্রী দেবাংশু শেখর দাস।
তথ্যসূত্র : https://shikkhasova.wordpress.com/2022/08/15/অদম্য-কবি-সুকান্ত-ভট্টাচার্য/handwriting3/#jp-carousel-12424

ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা।
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চ'লে যেতে হবে আমাদের।
চ'লে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস ॥

আগামী

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা :
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় :
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড় ;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে ;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে : সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো : হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে ;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে ;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস,
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে ॥

চারাগাছ

ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি ;
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে ;
সে প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায় ;
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি—
এ অট্টালিকার প্রতি ইঁটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের, রক্তের আর চেখের জলের।
তবু এই প্রাসাদকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে
সেলাম জানায় লোকে, চেয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়ে।
আমি তাই এ প্রাসাদে এতকাল ঐশ্বর্য দেখেছি,
দেখেছি উদ্ধত এক বনিয়াদী কীর্তির মহিমা।

হঠাৎ সেদিন
চকিত বিস্ময়ে দেখি
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা।
অমনি পৃথিবী
আমার চোখের আর মনের পর্দায়
আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিল একটি পলকে।

ছোট ছোট চারাগাছ—
রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে।
হঠাৎ চকিতে,

এ শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরুহ
শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল
উদ্ধত প্রাচীন সেই বনিয়াদী প্রাসাদের দেহে।

ছোট ছোট চারাগাছ—
নিঃশব্দে হাওয়ায় দোলে, কান পেতে শোনে :
প্রত্যেক ইঁটের নীচে ঢাকা বহু গোপন কাহিনী
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের।

তাইতো অবাক আমি, দেখি যত অশ্বত্থচারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।

মনে হয়, এই সব অশ্বত্থ-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত ॥

খবর

খবর আসে!
দিগ্‌দিগন্ত থেকে বিদ্যুদ্‌বাহিনী খবর ;
যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ঝড়—
—এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।
রাত গভীর হয় যন্ত্রের ঝঙ্কৃত ছন্দে—প্রকাশের ব্যগ্রতায় ;
তোমাদের জীবনে যখন নিদ্রাভিভূত মধ্যরাত্রি
চোখে স্বপ্ন আর ঘরে অন্ধকার।

অতল অদৃশ্য কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দ শব্দেরা উঠে আসে ;
অভ্যস্ত হাতে খবর সাজাই—
ভাষা থেকে ভাষান্তর করতে কখনো চমকে উঠি,
দেখি যুগ থেকে যুগান্তর।
কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে ;
বাইশে শ্রাবণ, বাইশে জুনে।

তোমাদের ঘুমের অন্ধকার পথ বেয়ে
খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে,
তাদের পেয়ে কখনো কণ্ঠে নামে ব্যথা, কখনো বা আসে গান ;
সকালে দিনের আলোয় যখন তোমাদের কাছে তারা পৌঁছোয়
তখন আমাদের চোখে তাদের ডানা ঝরে গেছে।
তোমরা খবর পাও,
শুধু খবর রাখো না কারো বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের।
ঐ কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতার কোনো ফাঁকে?
পুরনো ভাঙা চশমায় ঝাপসা মনে হয় পৃথিবী—
৯ই আগস্টে কি আসাম সীমান্ত আক্রমণে?
জ্বলে ওঠে কি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধে, মহাত্মাজীর মুক্তিতে,
প্যারিসের অভ্যুত্থানে?
দুঃসংবাদকে মনে হয় না কি
কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা?
যে খবর প্রাণের পক্ষপাতিত্বে অভিষিক্ত

আত্মপ্রকাশ করে না কি বড় হরফের সম্মানে?
এ প্রশ্ন অব্যক্ত অনুচ্চারিত থাকে
ভোরবেলাকার কাগজের পরিচ্ছন্ন ভাঁজে ভাঁজে।

শুধু আমরা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি!
তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের—
কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে?
কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই আমরা খবর পাই
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।
তাই তোমাদের আগেই খবর-পরীরা এসেছে আমাদের চেতনার পথ বেয়ে
আমার হৃদ্‌যন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা—
পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।
তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে স্বপ্ন।
কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখেমুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়।

আজ তোমরা এখনো ঘুমে ॥

ইউরোপের উদ্দেশে

ওখানে এখন মে-মাস তুষার-গলানো দিন,
এখানে অগ্নি-ঝরা বৈশাখ নিদ্রাহীন ;
হয়তো ওখানে শুরু মন্থর দক্ষিণ হাওয়া ;
এখানে বোশেখী ঝড়ের ঝাপ্টা পশ্চাৎ ধাওয়া ;
এখানে সেখানে ফুল ফোটে আজ তোমাদের দেশে
কত রঙ, কত বিচিত্র নিশি দেখা দেয় এসে।
ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে কত ছেলেমেয়ে
এই বসন্তে কত উৎসব কত গান গেয়ে।
এখানে তো ফুল শুকনো, ধূসর রঙের ধুলোয়
খাঁ-খাঁ করে সারা দেশটা, শান্তি গিয়েছে চুলোয়।
কঠিন রোদের ভয়ে ছেলেমেয়ে বন্ধ ঘরে,
সব চুপচাপ : জাগবে হয়তো বোশেখী ঝড়ে।
অনেক খাটুনি, অনেক লড়াই করার শেষে
চারিদিকে ক্রমে ফুলের বাগান তোমাদের দেশে ;
এদেশে যুদ্ধ মহামারী, ভুখা জ্বলে হাড়ে হাড়ে—
অগ্নিবর্ষী গ্রীস্মের মাঠে তাই ঘুম কাড়ে
বেপরোয়া প্রাণ ; জমে দিকে দিকে আজ লাখে লাখ—
তোমাদের দেশে মে-মাস ; এখানে ঝোড়ো বৈশাখ ॥

প্রস্তুত

কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়,
নানাদিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়।
ভীত মন খোঁজে সহজ পন্থা, নিষ্ঠুর চোখ ;
তাই বিষাক্ত আস্বাদময় এ মর্তলোক,
কেবলি এখানে মনের দ্বন্দ্ব আগুন ছড়ায়।

অবশেষে ভুল ভেঙেছে, জোয়ার মনের কোণে,
তীব্র ভ্রূকুটি হেনেছি কুটিল ফুলের বনে ;
আভিশাপময় যে সব আত্মা আজো অধীর,
তাদের সকাশে রেখেছি প্রণের দৃঢ় শিবির ;
নিজেকে মুক্ত করেছি আত্মসমর্পণে।

চাঁদের স্বপ্নে ধুয়ে গেছে মন যে-সব দিনে,
তাদের আজকে শত্রু বলেই নিয়েছি চিনে,
হীন স্পর্ধারা ধূর্তের মতো শক্তিশেলে—
ছিনিয়ে আমায় নিতে পারে আজো সুযোগ পেলে
তাই সতর্ক হয়েছি মনকে রাখি নি ঋণে।

অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে
নরম সোফায় বিপ্লবী মন উদ্বোধনে ;
আজকে কিন্তু জনতা-জোয়ারে দোলে প্লাবন,
নিরন্ন মনে রক্তিম পথ অনুধাবন,
করছে পৃথিবী পূর্ব-পন্থা সংশোধনে।

অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামরণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই ;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখি নি মনেতে কোনো আসন,
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই ॥

প্রার্থী

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা ক'রে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক–টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক-টুকরো রোদ্দুর—
এক-টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিক ওদিকে যাই
এক-টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সুর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও,
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী ॥